কোথায় যাবে ১০০ হাতি

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

যেখানে হাতি আছে সেখানকার জীববৈচিত্র্য খুবই সমৃদ্ধ- প্রাণী বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ধরনের একটি আলোচনা প্রচলিত আছে। কারণ হাতি যে খাবার খায় তা অর্ধেক হজম করে গোবরের মাধ্যমে ত্যাগ করে। এই গোবর মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে বনের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই মনে করা হয়, যে বনে হাতি রয়েছে সেখানে ইকো সিস্টেম ভালো অবস্থায় আছে।

এই হাতি নিয়েই বাংলাদেশ আজ সমস্যায়। আইইউসিএন-এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশের শেরপুরের গজনী এলাকায় প্রায় ১০০ হাতি আটকা পড়েছে। হাতিগুলো স্থানীয় জমির ধান, গাছপালা খেয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে মানুষের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ চালাচ্ছে। অন্যদিকে হাতিগুলোর মূল আবাসস্থল নিয়ে এ দেশের প্রাণি বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। কেউ বলছে এগুলো এ দেশের হাতি, তাই এদের রক্ষা করতে হবে। অন্যরা বলছে এগুলো ভারতীয়। তাই আটকে যাওয়া এই হাতিগুলোর ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া উচিত।

জানা যায়, আমাদের দেশে শেরপুর অঞ্চলে ৭০-এর দশক পর্যন্ত হাতি ছিল। মেঘালয় থেকে নালিতাবাড়ী সীমান্ত এলাকাজুড়ে বিস্তৃত শালবনটি ছিল একটি সমৃদ্ধ বনভূমি। হাতিগুলোর আবাসস্থল ছিল সেখানে । স্বাধীনতার পর এই বনাঞ্চল কেটে নিঃশেষ করে দেয়া হয়। ফলে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। বাধ্য হয়েই হাতিগুলো মেঘালয়ের বনাঞ্চলের দিকে চলে যায়।

এদিকে ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়গুলোর বনাঞ্চলও সমৃদ্ধ নেই। সেখানে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। ফলে হাতিগুলো খাবারের নতুন এলাকা খুঁজতে থাকে।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, '৯৭ সালে দুটি হাতি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অংশে চলে আসে। এরা কিছুদিন এ এলাকায় থেকে খেয়েদেয়ে চলে যায়। পরের বছর ১০-১২টির একটি দল আসে। পরের বছরগুলোতে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

জানা যায়, হাতিগুলো যখন বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থান করছিল, তখন ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় হাইওয়ে নির্মাণ করে। সেই হাইওয়েতে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে হাতিগুলো তাদের চলাচলের চেনা পথটি হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশ বন্য প্রাণিতত্ত্ব সমিতি দাবি করছে, এ হাতিগুলো বাংলাদেশের নয় এবং অবিলম্বে হাতিগুলো ভারতের ফিরিয়ে নেয়া উচিত। কিন্তু বন্য প্রাণিতত্ত্ব সমিতির এ মতামত মেনে নিতে নারাজ আইইউসিএন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আইনুন নিশাত। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ হাতিগুলোর আবাসস্থল ছিল বাংলাদেশ। ওরা কোথায় ছিল তা ওদের মনে আছে। পুরনো আবাসস্থল দেখতে এসে ওরা দেখেছে এখানে মাঠে ধান আছে। ওরা আগে যেখানে চরে বেড়াতো সেখানে মানুষ বসতি স্থাপন

করেছে। ফলে ওদের চলাচলের পথে যেসব বাড়িঘর পড়ছে তা ওরা ভাঙছে।'

শেরপুরের সীমান্ত এলাকায় শালবন কেটে সেখানে একাশিয়া, ইউকেলিপটাসের বাগান করা হয়েছে। দিনের বেলা হাতিগুলো সেখানে থাকে। আর রাতে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গজনী এলাকায় বলতে গেলে কোনো বন নেই। আগে যেখানে বনভূমি ছিল সেখানে এখন ধান চাষ করা হচ্ছে। কলাগাছ লাগানো হচ্ছে। যেকোনো প্রাণী সহজে পাওয়া যায় এমন খাবার পছন্দ করে। আর এ কারণেই হাতিগুলো চলে আসে। তবে এ কথা ঠিক নয় যে, ভারতের অংশে বন নেই।'

মূলত চলাচলের করিডরটিতে রাস্তা নির্মাণ হাতিগুলোকে পথভ্রষ্ট করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ এলাকায় প্রাপ্ত সহজলভ্য খাবার হাতিগুলোকে এখানে থেকে যেতে আগ্রহী করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসে হাতিগুলো চলাচলের করিডর তৈরির কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিত। সম্প্রতি বাংলাদেশ বন্য প্রাণিতত্ত্ব সমিতির সভাপতি অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করে, ' হাতিগুলো ধারণ করার ক্ষমতা গজনী বা বাংলাদেশের অন্য স্থানের নেই। ভারত ফিরিয়ে না নিলে হাতিগুলোর আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার নির্মূল বা উৎখাত/ধ্বংস করার অধিকার সংরক্ষণ করে।' কাজী জাকের হোসেনের এই মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হবার পর এ বিষয়ে দেশ-বিদেশে সমালোচনা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে কাজী জাকের হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ঘাসের প্রাচুর্যতার কারণে অস্ট্রেলিয়ার কিছু এলাকায় খরগোশ ছাড়া হয়। কিন্তু এখন সেখানে খরগোশ তাদের ফসলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর তারা লাখ লাখ বুনো খরগোশ মারছে। একটি বাঘ যখন মানুষ খেকো হয়ে যায়, তখন তা মেরে ফেলা হয়, তেমনি শেরপুরের হাতিগুলো আজ এমনি এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, 'আগে এরা আসতো, খেয়েদেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আটকা পড়ে যাবার ফলে এদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। গজনীর দিকে বনভূমি নেই বললেই চলে। তাই এখানে পর্যাপ্ত খাবারও নেই। ফলে হাতিগুলোর স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। খাবারের অভাবে ওরা ক্ষেত নষ্ট করছে, বাড়িঘর ভাঙছে। হাতিগুলোকে দেশের অন্য বনাঞ্চলে সরিয়ে দেয়া সম্ভব কি না জানতে চাইলে কাজী জাকের হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের

২০০ হাতি আছে। ওদেরই আমরা পর্যাপ্ত জায়গা দিতে পারছি না, এতোগুলো হাতি অন্য কোথাও নিয়ে রাখা অসম্ভব।'

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'বন্যপ্রাণীর কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ড নেই। আমরা এখন হাতিগুলো ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলছি। কিন্তু ভারতীয় হাতিগুলো এখানে এসে যদি 'দুধ' দিয়ে চলে যেতো তাহলে আমরা কিন্তু এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতাম না। বন্য হাতিগুলো নিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই দেখে আজ আমরা এগুলোকে রাখতে চাচ্ছি না।'

শেরপুরের গজনীতে আটকে পড়া হাতিগুলো 'এশিয়ান এলিফ্যান্ট' প্রজাতির। পৃথিবীজুড়ে যেসব হাতি রয়েছে এগুলোর মধ্যে এটি একটি বিশেষ প্রজাতির। এই প্রজাতিটি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় নাম লিখিয়েছে। এ অবস্থায় ভারত যদি হাতিগুলো ফিরিয়ে না নেয় তবে আমরা হয়তো এগুলোকে ধ্বংস করে ফেলতে পারবো না। অন্তত আন্তর্জাতিক চাপে হয়তো এ কাজটি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারত যদি রাজিও হয় হাতিগুলোর চলাফেরার জন্য একটি নতুন করিডর করতে- এ বিষয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা এবং কাজ শেষ করাও একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। অন্তত এ সময়টুকুতে হাতিগুলো বাংলাদেশ অঞ্চলে থাকবে। কিন্তু এ সময়ে কি করা যেতে পারে? এ বিষয়ে আইইউসিএনকে দেয়া স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য হলো,

* হাতিগুলো যে বনগুলোতে আছে, তার কাছাকাছি যেন বসতি স্থাপন না করা হয়।

* আগে যেসব গাছের বন ছিল সেসব গাছ যেন লাগানো হয়।

* কাঁঠাল, কলা, বাঁশ- এসব গাছ হাতির খাবার হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, এ ধরনের গাছ যেন লাগানো হয়।

* এই হাতিগুলো নিয়ে এখানে একটি সাফারিপার্ক গড়ে তোলা যায়। এতে এ অঞ্চলে ইকো ট্যুরিজম গড়ে উঠবে।

* হাতি যে পথে চলাচল করে, মানুষ যেন সে পথ এড়িয়ে চলে। তাহলে হাতি বিরক্ত হবে না।

* ছোট ছোট ফোয়ারার ব্যবস্থা করলে হাতি তার পানির চাহিদা মেটাতে পারবে। ফলে হাতি আর টিউবওয়েল উপড়ে ফেলবে না।

* কৃষিতে এমন ফসল প্রবর্তন করতে হবে যা হাতি খায় না।

* যেসব সরকারি খাস জমি রয়েছে তাতে বনভূমি গড়ে তোলার জন্য বন বিভাগকে ছেড়ে দিতে হবে।

হাতির কারণে গজনীবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্নভাবে। কিন্তু এরপরও তারা চায় না হাতিগুলো চলে যাক বা ওদের মেরে ফেলা হোক। বরং হাতিগুলো সংরক্ষণে স্থানীয় লোকজন যেসব পরামর্শ দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। হাতিগুলো নিয়ে এ ধরনের কোনো পরিকল্পিত পরামর্শ আমাদের দেশের প্রাণী বিজ্ঞানীরা দিতে পারেননি। এ দেশের প্রাণীবিজ্ঞানীরা সারাক্ষণ বন ধ্বংসের কথা বলেন, গ্রামের কাঠচোর থেকে শুরু করে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু বন, বন্যপ্রাণী বাঁচাতে তারা কোনো সঠিক পরিকল্পনা দিতে পারেন না।

ভারত যদি হাতি ফিরিয়ে না নেয় তবে হাতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কি হবে তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি এ দেশের প্রাণি বিজ্ঞানীরা। দেশের ঝানু প্রাণীবিজ্ঞানীদের চেয়ে স্থানীয়দের পরামর্শ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। সেজন্য স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে গজনী এলাকায় হাতি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। ফলে একদিকে মানুষের জানমাল যেমন রক্ষা করা যাবে অন্যদিকে বুনো ১০০ হাতি পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে টিকে থাকবে।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪